মোনাখালীতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মিডা’র খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মোনাখালী গ্রামের শিক্ষা উন্নয়ন সংঘ (মিডা) আজ বিকেল ৪ টার সময় মিডা পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে গ্রামের ৫০ টি পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গণি, মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, পুরন্দরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মোছাঃ শিরিনা খাতুন৷

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মিডার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে মিডার কর্মকান্ডে সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস দেন৷

উক্ত বিতরন আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডার সহ সভাপতি রাজু আহমেদ ও সালাউদ্দীন, সাধারন সম্পাদক আল-ইকরাম সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাব্বির আহমেদ মুন্না, পাঠাগার ও অর্থ সম্পাদক আসিফ ইকবাল শুভ, সদস্য ইকরামুল কবির, মাহফুজ ইমন, সাজিদ হাসান, শিমুল বিন শাহরিয়ার, সজিব, পিয়াস,রাকিব, সাব্বির, অন্তর, বিরদ প্রমুখ।

সাধারণ সম্পাদক সোহাগ বলেন, প্রশাসনের পাশাপাশি আমরা আমাদের সামর্থ্য থেকে গ্রামের ২০০ মানুষকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি, আমাদের এই কার্য়ক্রম অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

মুজিবনগর উপজেলায় জনগনের সামাজিক দুরুত্ব নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার বিকাল থেকে রাত ৮টা প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস, জয়পুর, তারানগর, রতনপুর, ঢোলমারী, মহাজনপুর, কোমরপুর, শিবপুর, রামনগর ও গোপালনগর গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় রাস্তায় অযাথা ঘুরফেরা, একসাথে কয়েকজন মিলে আড্ডা দেওয়া, দোকানের সামনে জনগণ ভির করে মালামাল বিক্রি ও মুদিও খানার দোকানে পন্য তালিকা না রাখার অপরাধে ভ্রাম্মমাণ আদালত বসিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে ৭ হাজার ৫ শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

তিনি জানান, করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করার জন্য সরকার সকল জনগনকে ঘরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে যাতে করে কেউ কারও সাথে সংস্পর্শে আসতে না পারে। কারন কয়েকজন জনগন একসাথে সংস্পর্শে আসলে ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে।

তাই সরকারী নির্দেশনা না মেনে যে সকল জনগন অবাধে কাজ ছাড়া রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে এমন জনগণ, ঔষাধ ও মুদির দোকানে কয়েকজন মানুষকে একজাগায় করে পন্য বিক্রি করা এবং মুদির দোকানে মূল্য তালিকা না থাকায় কিছু দোকানদারকে জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগরে আট জনের ৪ হাজার ২’শ টাকা জরিমানা

মুজিবনগরে সরকারী নির্দেশনা না মেনে অকারনে রাস্তায় ঘোরাফেরা করার অপরাধে কিছু ব্যাক্তি ও ঔষাধের দোকানে ভীড় করে ঔষাধ বিক্রির অপরাধে ফার্মেসীর দোকানে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

এ সময় মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান চলাকালীন সময়ে মোট ৮ জনের কাছ থেকে ৪ হাজার ২ শত টাকা জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগরে বাড়ি বাড়ি যেয়ে সরকারি খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসছে প্রশাসন

সারা বাংলাদেশের ন্যায় করোনা ভাইরাসের প্রভাবে মেহেরপুর জেলা লকডাউন ঘোষনা করার পরা বসে থাকা দিনমুজুর দরিদ্র অসহায় ব্যাক্তিদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বুধবার বিকালে সরাকারি সহায়তা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রালয়ের ব্যাক্তিগত উদ্যেগে সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী ও মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার ১ হাজার জন চা বিক্রেতা ও সেলুন দোকানদারদের মাঝে এ সকল খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

মুজিবনগরে গলাই ফাঁস দিয়ে যুবকের আত্মহত্যা

মুজিবনগরে গলাই ফাঁস দিয়ে সৈকত মন্ডল(২১) নামের এক যুবক আত্মহত্য করেছে।নিহত সৈকত মন্ডল মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর পূর্ব পাড়ার মৃত, ডিউক শ্যামল মন্ডল ওরেফে বাপীর ছেলে।

মঙ্গলবার রাত বারোটার পর থেকে দুপুর ১ টার ভিতর যে কোন সময় তার নিজ ঘরে আত্মহত্যা করেছে বলে যানায় স্থানীয়রা।

তবে মঙ্গলবার দুপুর একটার পর বাড়ির লোকজন ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ দেখতে পায়।
পরে বাড়ির পাশের লোকজন ও পুলিশকে খবর দেয় তারা।

এদিকে পুলিশ জানার পর পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, ঘটনা শোনার পর পরই পুলিশ ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে। আত্মহত্যার বিষয়ে কোন ধরনের সন্দেহ নাই। এবং পরিবারের পক্ষ থেকে কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে দাফন করার অনুমতি চাইলে জেলা প্রশাসক স্যার ময়নাতদন্ত ছাড়ায় লিখিতভাবে লাশ দাফনের অনুমোদন দেন।

পরে আমরা জেলা প্রশাসক স্যারের অনুমতি ক্রমে তাদের লাশ দাফনের ব্যাবস্থা করতে বলি।

এদিকে আত্মহত্যার ঘটনা শোনার পর মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি ও সার্কেল এসপি মুস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগর লক ডাউন, কোন ভাবেই মানছে না সামাজিক দূরূত্ব

করোনা ভাইরাস মোকাবেলাই জনগনণর সমাগম ঠেকাতে মুজিবনগরের সকল দোকান পাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে কোন ভাবেই কি মানছে না সামাজিক দূরূত্ব?

বিকাল হলেই বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে লোক সমাগম করতে। করোনা ভাইরাস নামের এই মরণঘাতির টেনশন থাকছেই না কারো মাথায়। যে যার ইচ্ছেমত চলাফেরা করছে। কোন কোন স্থানে জনগণ একসাথে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন থেকে জনসমাগম ঠেকাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব সময় অভিযান চালানো হচ্ছে। তবুও কিন্তু কোন ভাবেই কমছে না জনগনণর মেলামেশা।

আজ বৃহস্প্রতিবার বিকালে ঘুরে ঘুরে কয়েক জায়গায় দেখা গিয়েছে জনগস দিদারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন কোন যায় গায় মাছায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে।

যেখানে চায়ের দোকানে লোকসমাগম ঠেকাতে চায়ের দোকান গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বন্ধ চায়ের দোকানেই জনগণ বসে শুরু করছে মনের সুখে গল্প।

মুজিবনগরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বাধীনতা দিবস পালন

মুজিবনগরে স্বল্প জনসমাগমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যথাযথ মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এ উপলক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী,মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম ও উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পমাল অর্পন শেষে পতাকা উত্তলোন করা হয়। এবং ১ মিনিট নিরবতা পালন করে দোয়া করা হয়।

এর আগে ৩১ বার তপধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।

মুজিবনগরে ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ

সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সাময়িকভাবে মুজিবনগরে সকল ইনজিও থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি আদায়ে সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েঝছে উপজেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির মিটিং এ সকল এনজিও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্তক্রমে উপজেলা এনজিও বিষয়ক কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি এক স্বাক্ষরিত বিঙ্গপ্তির মাধ্যেমে এ ঘোষনা দেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের সংক্রামন দেখা দিয়েছে।করোনা প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সারাদেশ প্রায় স্থবির হয়ে পরেছে। এতে সাধারন জনগনের রোজগার কমে গিয়েছে,এমনকি অনেকের দৈনন্দিন আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের পরিস্থিতি আরও খারাপ।ফলে এ

পরিস্থিতিতে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য এনজিও ঋণের কিস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পরেছে। তাই সাধারন জনগনের কথা চিন্তা করে উপজেলা এনজিও প্রধানদের সাথে মিটিং এ আলোচনা করে সকলের সিদ্ধান্তক্রমে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া প্রযন্ত কিস্তি বন্ধ রাখার ঘোষনা দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে মাইকিং করে কাপড় বিক্রির হিরিকঃ জরিমানা

বাংলাদেশ সহ সারা দেশে যেখানে করোনা আতংকে জর্জরিত। সরকারের পক্ষ থেকে বার বার করে জনসমাগম করতে নিষেধ করা হচ্ছে। সেখানে মাইকিং করে স্বল্প দামে কাপড় বিক্রি করার ঘোষনা দিয়ে দোকানের ভিতর জনসমাগম করে ব্যাবসা করায় মাষ্টার বস্ত্রবিতানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমান আদালত।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে কেদারগন্জ বাজারে মাষ্টার বস্ত্রবিতানের মালিক ফয়েজ উদ্দীনের কাছে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্মমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্মমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি।

তিনি জানান, এক সাথে কয়েকজন জনগম সমাগম করলে সেখান থেকে করোনা নামের এ ভাইরাসটি মানুষের ভিতর ছরিয়ে যাবার আশংখা রয়েছে।সে ক্ষেত্রে সকল জনগনকে কয়েকজন সদস্য মিলে এক জায়গায় সমাগম করতে বার বার নিষেধ করা হয়েছে।

আর সেই আদেশ অমান্য করে মাষ্টার বস্ত্রবিতান মাইকিং করে কম মূল্যে পোশাখ বিক্রির ঘোষনা দিয়ে দোকানের ভিতর একসাথে প্রায় শত জন মহিলাদের একজায়গায় করে পোশাখ বিক্রি করছে। সকালে একবার নিষেধ করে আসার পরও তার কাজ অব্যাহত রাখে।

গোপন সূত্রে এমন ঘটনা যানতে পেরে সেখানে যেয়ে মোবাইল কোর্ট বসানো হয়।

পরে জনসমাগম কমিয়ে আনতে তার কাছ থেকে ১০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং পরবর্তিতে যদি কেউ করোনা আতংক থাকা প্রযন্ত এরকম লোকসমাগম করে ব্যাবসা করে তাহলে আরও কঠিন ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে বলে তিনি জানান।

মুজিবনগরে খানা বন্ধ, ব্যাসায়ীদের জরিমানা

মুজিবনগরে বিভিন্ন জায়গায় ১দিনের ব্যাবধানে আবারো অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রবিবার বিকাল থেকে সন্ধা প্রর্যন্ত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে মহাজনপুর ও মোনাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন দোকানে এ অভিযান পরিচালিত হয় ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে মহাজনপুর তাপস স্টোর মালিকের কাছে ৪ হাজার টাকা, মোনাখালী ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের সাকিব স্টোরে ২ হাজার টাকা ও নজরুল ইসলাম স্টোরে ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও শিবপুর গ্রামে জনসমাবেশের আয়োজন করে করোনা খানার আয়োজন করায় দুই জন খানা আয়োজক এর কাছ থেকে ২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ চলাকালীন সময়ে চায়ের দোকানে থাকা টেলিভিশন, ক্যারমাবোর্ড সরিয়ে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম

[illegible]